33

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 6

ভর্তি প্রক্রিয়া ও মেধার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে

ভর্তি প্রক্রিয়ায় জটিলতা দূরীকরণ ও ভর্তি কোচিং নির্ভরতা দূর করার লক্ষ্যে বিগত কয়েক বছর যাবত নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করায় প্রকৃত মেধা থাকা সত্ত্বেও প্রচুর নম্বরের অভাবে ভাল কলেজ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারছে না অনেক সাধারণ ছাত্রছাত্রী। তাই অধিক নম্বর প্রাপ্তি বোর্ড বৃত্তিলাভ ও মেধা তালিকায় অবস্থানের আশায় ছাত্র-ছাত্রীরা যে সব সকল বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক নম্বর পাওয়া যায় সেইসব বিষয় পড়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। যেমন অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকল্যাণ, ইতিহাস, পদার্থ, রসায়ন, হিসাব বিজ্ঞান অপেক্ষা মনোবিজ্ঞান, ভূগোল, কৃষি বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ইসলামী শিক্ষা ও আরবী বিষয়ে অধিক নম্বর পাওয়া সহজ। ফলে যে সব কলেজে সহজ ও ব্যবহারিক বিষয় বেশী থাকে সে কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রী বেশী ভর্তি হচ্ছে এবং আপাতদৃষ্টিতে ফলাফল ও ভাল হচ্ছে।

১৯৯৬ সালের প্রকাশিত এইচ-এসসি পরীক্ষার ফলাফলে মানবিক বিভাগের মেধাস্থান অধিকারীদের পঠিত বিষয়ের দিকে তাকালে স্পষ্ট প্রতীয়মাণ হবে স্বীকৃত মেধাবীদের অধিকাংশই অর্থনীতি, পৌরনীতি ও ইতিহাসের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পড়েনি। অথচ এরাই নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি সুযোগ পাবে। অপরদিকে একই মানের অপর ছাত্রছাত্রীরা সহজ বিষয়গুলো না নেয়ার কারণে মেধা তালিকায় আসতে পারেনি। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজীর মতো আবশ্যিক বিষয়ে শেষোক্তরাই অধিক নম্বর পেয়েছে। আবার ইচ্ছে থাকাসত্ত্বেও ছাত্রছাত্রীরা পুরাতন বিশেষতঃ সরকারী কলেজসমূহে নতুন বিভাগ খোলার জটিলতার কারণে সহজ বিষয় না থাকায় অপেক্ষাকৃত নতুন বেসরকারী কলেজ সমূহেভর্তি হচ্ছে এই নতুন বেসরকারী কলেজগুলোতে সহজ ও একাধিক বিষয় খোলার জন্য তেমন কোন জটিলতাও নেই।

নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তি নকল প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য ও দায়ী, কলেজের সুনাম অর্জন ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য দায়ী। কলেজের সুনাম অর্জন, ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি তথা কলেজ টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে বেসরকারী অধিকাংশ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং কমিটি ও অধ্যক্ষের সরাসরি নির্দেশ থাকে পরিষ্কার হলে ইনভিজিলেটরকে কড়াকড়ি না করার জন্য আবার এইচ-এসসিতে কলেজের খারাপ ফলাফল হলে ডিগ্রী ক্লাসে ছাত্র পাওয়া যাবে না এ কারণেও অবাধ নকলের সুযোগ দেওয়া হয়; চাকরির নিশ্চয়তা না থাকায় বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের অনেকেই নিজ হাতে নকল সরবরাহে বাধ্য হন। মফস্বলের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এ ধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে আসছে। অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। তাছাড়া নগর ও জেলা শহরের কলেজগুলোতে সাধারণত নকল কম হয়।

ভর্তি পদ্ধতিতে যথাযথ স্বচ্ছতা আনয়ন ও প্রকৃত মেধার মূল্যায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সচেতনভাবে বিবেচনা করার জন্য এখানে কয়েকটি সুপারিশ রাখছি।

১। ভর্তির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাংলা ও ইংরেজীর আবশ্যিক বিষয়সমূহে প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধা তালিকা তৈরী করা হবে।

২। মানবিক বিভাগের একজন শিক্ষার্থী দুটির বেশী ব্যবহারিক বিষয় নিতে পারবে না।

৩। অনার্সে ভর্তির ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠিত বিষয়ের সম্পৃক্ততা থাকতে হবে, যেমন অর্থনীতিতে অনার্স পড়তে হলে অবশ্যই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তার অর্থনীতিসহ

জনমত

কমপক্ষে সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি বিষয় থাকতে হবে।

৪। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জাতীয়করণ করে কমিটি নির্ভর চাকরির অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে।

৫। কোচিং নির্ভরতা দূর করার জন্য প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনয়ন করতে হবে।

৬। বোর্ড বৃত্তি ও হলে সীট বন্টনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আবশ্যিক বিষয়ের নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরী করতে হবে। আশা করি আমার প্রস্তাবগুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

মোঃ ওয়াজেদ কামাল
প্রভাষক
সমাজ কল্যাণ বিভাগ
চট্টগ্রাম সরকারী মহিলা কলেজ
নাসিরাবাদ, চট্টগ্রাম-৪০০।